অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিজ ইয়ুথ ফেস্টিভাল

বন্ধুতা আজীবনের

শান্তা তাওহিদা | *তারিখ: ০৫-০১-২০১১*

নীল আকাশটায় ততক্ষণে উড়তে শুরু করে দিয়েছে ইচ্ছে ঘুড়িটা। লাল ঘুড়িটার সাদা লেজখানি নড়ছিল তিরতির করে। ওর পাশে হলুদ ঘুড়িটাকে লাগছিল উড়ে যাওয়া হলুদিয়া পাখির মতো। সবুজ, গোলাপি বেগুনি ঘুড়িগুলোও এদের পাশে এক একটি স্বপ্ন নিয়ে উড়ছিল আকাশে। স্বপ্নগুলো তারুণ্যের, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা তরুণদের।

২৯ ডিসেম্বর ২০১০ শেষ হলো ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিজ ইয়ুথ ফেস্টিভাল-২০১০। পঞ্চম এ যুব উৎসবটি প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ যুব উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ভারত, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল ও পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিনব্যাপী এ যুব উৎসবের প্রতিটি দিনই ছিল সমান রঙিন। প্রথম দিন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাভার ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই সবার সকাল গড়িয়ে দুপুর, তবে যুব উৎসব ২০১০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগেই সবাই সেজেগুজে হাজির হয়েছেন খোলা মাঠের লাল ছাউনিতে। স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম দিনই সবার মধ্যে একঝলকে তুলে এনেছেন বারো মাসের তেরো পার্বণের কাহিনি। দ্বিতীয় দিন হিমহিম শীতের মধ্যেও সকাল সাতটায় সবাই খোলা মাঠে করেছেন যোগব্যায়ামের চর্চা। অবশ্য এদিক থেকে বাহবা দিতে হয় ভুটানের রয়্যাল ইউনিভার্সিটির বন্ধু সিগে ডিম, পিমা ড্যাংম, চ্যাংলাদের। কারণ প্রতিদিনই সবার আগে আরামের ঘুম ছেড়ে ওঁরা এসেছেন যোগব্যায়াম করতে।

এখানে ছিল জিভে জল আনা পিঠা উৎসবও। পিঠার আড্ডা স্টলটিতে পড়ে গিয়েছিল ব্যাপক ভিড়। এরপর ছিল প্রতিবেশী দেশগুলো নিয়ে কে কত জানেন, তা নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা।

মারাঠি, সিংহলি, নেপালি, বাংলা, হিন্দি—যে ভাষাই হোক, মুখের এ ভাষাকে ছাপিয়ে মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তুলতে সবাই বসে গিয়েছিলেন ছবি আঁকতে।

এরপর কাদামাটি নিয়ে খেলা, যে যার মনের ইচ্ছামতো গড়েছেন মূর্তি, প্রতিমা, ফুল ও পাখি। সন্ধ্যায় ছিল গান ও নাচের আসর। সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির তানজিনা বাঁশির সুরে সবাইকে নিয়ে গেলেন স্বপ্নরাজ্যে। অন্তরা গাইলেন গান। রাশেদের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'র সুরে সুরে মাতোয়ারা হলেন সবাই। ঘুড়ি উৎসবে সবাই উড়িয়েছেন ইচ্ছে ঘুড়ি। রংবেরঙের পোস্টার বানাতে বসে পড়েছেন অনেকেই। প্রতিটি দিনের সন্ধ্যা ছিল সমান ঝলমলে। একেকটি পর্ব ছিল একেক দেশের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

ইউনিভার্সিটি অব ভুটানের বন্ধুদের হো ও খিরা পোশাকে মানিয়েছিল বেশ। ওঁদের উপস্থাপনও ছিল চমৎকার ভঙিতে। নেপালের আনিতা সেরেস্থাকে কুমারী দেবমূর্তির নতুন রূপে দেখা গেল শেষ বিকেলের নৃত্যনাট্যে। তাঁর সাজে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না তাঁরই নেপালি বন্ধু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিটা। ভারত থেকে আসা অমলিনি, পুঠিয়ালিনি, পবিত্রার ভরতনাট্যম দেখে সবাই বাহবা দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ইউনিভার্সিটি অব ভিজ্যুয়াল আর্টসের যন্ত্রসংগীত মুগ্ধ করেনি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, এসেরোর বেহালার সুর যেন উৎসবটাকে আরও নতুন এক রং দিল।

শ্রীলঙ্কার বন্ধুদের আগুন নিয়ে খেলার নৃত্যটির মূল বিষয় ছিল অশুভের মাঝে শুভর জয় অনিবার্য। রাজস্থানের বানাস্থালি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাঙ্গিকা, শাসিকা, ডানাজায়ারা মাতিয়েছিলেন মাথার ওপর পাঁচটি হাঁড়িসমেত নেচেগেয়ে। রবীন্দ্রভারতীর ইমন চক্রবর্তীই কম কিসে। গানের সুরে পাগল করেছিলেন সবার হৃদয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশিক গেয়েছিলেন লালনের গান। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিফতা, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোবাশ্বেরের গান ভালোবাসেন ভিনদেশি বন্ধুরাও। আফগানিস্তানের বন্ধু আবদুল জামিল, আবদুল মনিরকেও আফগান ঢঙে মানিয়েছিল দারুণ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাওয়াদ আর ওঁর বন্ধুরা পাঞ্জাবি গানের তালে তালে বেশ নাচিয়ে ছেড়েছেন সবাইকে। কথা হয় ফাওয়াদের সঙ্গে। উৎসবের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পেরে খুব আনন্দিত।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন স্বেচ্ছাসেবক দলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতীশ ভার্মা।

কথা হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্বর সঙ্গে। ‘নিজেদের সংস্কৃতি অন্যদের মধ্যে তুলে ধরার পাশাপাশি আমরা অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি এ উৎসবের মাধ্যমে’—বললেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই কথা যোগ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তনু। দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর সবার সঙ্গে সুন্দর একটি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এর মাধ্যমে।

শুধু যে লাল ছাউনির মঞ্চেই অনুষ্ঠান হয়েছে, তা কিন্তু নয়। প্রতিদিনই সবুজ ঘাসে গিটার হাতে বসে পড়েছেন অনেকেই। গানের তো আর রাত-দিন নেই। রাতের বেলার গানের আসরটা জমেছে মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে। হিম হিম শীত কখন পালিয়েছে ওঁদের ভয়ে, ওঁদের কি আর সে খোঁজ নেওয়ার সময় আছে? ওঁদের আড্ডায় যোগ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও। ওখানেই কথা হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক জায়নাব ফারুকী আলীর সঙ্গে। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। বিশ্বায়নের স্রোতে নিজের এ আপন সত্তাকে কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া যাবে না।

তরুণ প্রজন্মকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানাতে ও অন্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে আমাদের দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো নিয়ে এ আয়োজন। সংস্কৃতি জানার পাশাপাশি পারস্পরিক বন্ধুতার বন্ধনটিও দৃঢ় হবে এর মাধ্যমে। পাঁচ দিনব্যাপী এ বর্ণিল উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আইনুন নিশাত।

বিদায় পর্বটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর ভোরে। বিদায়ের কেমন একটা করুণ সুর ছিল যেন বাতাসে। পাঁচ দিনের বন্ধুতা যেন হাজার বছরের হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছিল। বিদায়ের ক্ষণটি ছিল তাই করুণ রসে ভরপুর। মেইল, ফোন নম্বর, ফেসবুক ঠিকানা দিয়েও যেন পূরণ করা যাচ্ছিল না সে শূন্যতা। বাসে উঠে যাওয়ার আগে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুজানা আর মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তানভিনের চোখের জল দেখে কেউ ভাবতেই পারবেন না, এ বন্ধুতার যাত্রা মাত্র চার দিন আগের।

‘ফ্রেন্ডস ফরএভার’ (বন্ধুতা আজীবনের)—যুব উৎসবের এই স্লোগানটি যেন পূর্ণতা পেল শেষ সময়ে এসে।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com